জোহানেসবার্গ সম্মেলন-২০০২

পানি সম্পর্কিত তথ্য

সমস্যা ঃ

বহু স্থানেই পরিস্কার সুপেয় পানি পর্যাপ্ত হলেও অন্যান্য জায়গায় তা পানির অভাব বা পানির উৎসসমূহের দূষণের কারণে একটি বিরল সম্পদে পরিণত হয়েছে।

১১ বিলিয়নের মতো লোক, যা পৃথিবীর জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ, নিরাপদ পানি হতে বঞ্চিত এবং ২.৪ বিলিয়নের অধিক লোক পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার আওতা বহির্ভূত। উন্নয়নশীল দেশসমূহে ২.২ মিলিয়ন লোক, যাদের অধিকাংশই শিশু, প্রতিবছর নিরাপদ খাবার পানির অভাব, অপর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং নিম্নমানের স্বাস্থ্যবিধির কারণে সৃষ্ট রোগে মৃত্যুবরণ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনসংখ্যার একটি বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দূষিত পানি বা খাবার বা পানিতে জন্মে এমন রোগ বহনকারী জীবানু গ্রহণের ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। পর্যাপ্ত নিরাপদ খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সরবরাহের মাধ্যমে এই ধরণের অসুস্থতা ও মৃত্যু ৭৫ শতাংশের মতো হ্রাস করা সম্ভব।

পানি ব্যবস্থায় বিনিয়োগের অভাব এবং এই ব্যবস্থার অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ উভয়ই নিরাপদ খাবার পানির অভাবের মূল কারণ। উন্নয়নশীল দেশে খাবার পানির সরবরাহ ব্যবস্থার অর্ধেক পানিই লিকেজ, অবৈধভাবে মূল পাইপ লাইন হতে পানি টেনে নেয়া এবং অপচয়ের কারণে নষ্ট হয়। কোন কোন দেশে খাবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত স্বচ্ছল লোকদের জন্যে খাবার পানি বাবদ প্রচুর ভর্তুকি প্রদান করা হয় ; আর এদিকে দরিদ্র লোকেরা, যারা খাবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত নন, ব্যয়বহুল ব্যক্তিগত পর্যায়ে পানি সরবরাহকারী বা অনিরাপদ উৎসের উপর নির্ভর করে থাকেন।

পানি সংক্রান্ত সমস্যার সাথে জড়িয়ে রয়েছে বড় ধরণের জেন্ডার বিষয়ক জটিলতা। উন্নয়নশীল দেশে প্রায়ই মহিলারাই পানি টানার কাজটি করে থাকেন। গড়ে প্রতিদিন তাদেরকে অবশ্যই একটি এয়াপোর্ট লাগেজ বা ২০ কিলোগ্রামের সমান ওজন বহন করে ৬ কিলোমিটার দূরত্ব হাঁটতে হয়। আবার মহিলা ও বালিকারাই পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার অভাবে সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগের শিকার হয়।

অধিকাংশ সুপেয় পানি, বৈশ্বিক প্রায় ৭০ শতাংশ, কৃষির কাজে ব্যবহার করা হয়। অবশ্য অধিকাংশ সেচ ব্যবস্থাই অদক্ষ, যাতে বাষ্পায়ন বা নদীতে এবং স্থলভাগের পানির স্তরে পানির প্রবাহের প্রত্যাবর্তনের ফলে ৬০ ভাগ পানি নষ্ট হয়ে যায়। অদক্ষ সেচ ব্যবস্থা কেবল পানির অপচয়ই ঘটায় না, এটি পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণও বটে; এই ঝুঁকি সমূহের মধ্যে রয়েছে পানিবদ্ধতার কারণে উৎপাদনশীল কৃষি ভূমি নষ্ট হওয়া, যা দক্ষিণ এশিয়ার কিছু কিছু স্থানে এক বিরাট সমস্যা এবং ভূ-পৃষ্ঠে আবদ্ধ পানি, যা ম্যালেরিয়া বিস্তারে অনুকূল ভূমিকা পালন করে।

কোন কোন স্থানে পানি নিঃশেষ হয়ে যাবার ব্যাপারটি পরিবেশের উপর নাটকীয় প্রভাব ফেলেছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের কোন কোন স্থানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে পানি সঞ্চয় অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে তা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের কলোরাডো নদী এবং চীনের ইয়োলো রিভার এর মতো কিছু কিছু নদী সমুদ্রে পৌঁছার পূর্বেই শুকিয়ে যায়।

জীবনধারণ ও উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হওয়ায় সুপেয় পানি কখনও কখনও বিরোধ ও বিবাদের নিমিত্তে পরিণত হয়েছে ; আবার এই পানি সম্পদ যারা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে, তাদের নিকট পানি হলো সহযোগিতার উৎস। এই মূল্যবান পানির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানি সম্পদের বরাদ্দ এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা-সমঝোতা এখন আরো সাধারণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গুরুত্বপূন পরিসংখ্যান ঃ

- ভূ-পৃষ্ঠের ৭০ শতাংশই পানিতে পরিপূর্ণ হলেও মাত্র ২.৫ শতাংশ হলো সুপেয় এবং বাদবাকী ৯৭.৫ শতাংশ পানি লবণাক্ত। সুপেয় পানির প্রায় ৭০ ভাগই বরফ স্তুপ হিসেবে জমাট হয়ে রয়েছে এবং বাকী পানির অধিকাংশই মাটির আর্দ্রতা বা অলভ্য ভূ-গর্ভস্থ পানি হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরে রয়েছে। পৃথিবীর সুপেয় পানি সম্পদের শতকরা ১ ভাগের কম মানুষের ব্যবহারের আওতায় রয়েছে।
- বিশেষত উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ায় পানির অভাবের ক্ষেত্র এবং এসংক্রান্ত চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরবর্তী দুই দশকে উন্নয়নশীল দেশের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্যে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বিশ্বে ১৭

শতাংশ অধিক পানির প্রয়োজন হবে এবং এর ফলে সামগ্রিক পানি ব্যবহার ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। পানি-স্বল্পতা প্রবণ অঞ্চলসমূহের এক-তৃতীয়াংশ দেশ এই শতকে তীব্র পানির অভাবের শিকার হতে পারে এবং ২০২৫ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সম্ভবত মাঝারি বা তীব্র আকারের পানি স্বল্পতায় নিপতিত দেশ সমূহে বসবাস করবে।

- সুপেয় পানি সম্পদ সমূহ খুব অসমভাবে বন্টিত হয়। বিশ্বের উষর এবং প্রায়-উষর অঞ্চল সমূহে, যা মোট ভূমির ৪০ শতাংশ, বৈশ্বিক উদ্বৃত সম্পদের মাত্র ২ শতাংশ রয়েছে।
- সেচের মাধ্যমে কৃষি কাজের ফলে ৭০ শতাংশ পানি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং শুষ্ক ক্রান্তিয় অঞ্চলে সেচের ফলে প্রায় ৯০ শতাংশ পানিই ব্যবহৃত হয়। ১৯৬০ সালের পর হতে সেচ বাবদ পানির ব্যবহার ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বর্তমান বিনিয়োগের হার বিচারে আফ্রিকায় ২০৫০ সালের পূর্বে, এশিয়ায় ২০২৫ সালের পূর্বে এবং লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে ২০৪০ সালের পূর্বে যুক্তিসঙ্গত কারণেই সার্বজনীন নিরাপদ খাবার পানির সংস্থান করার প্রত্যাশা করা যায় না। সামগ্রিকভাবে এই তিনটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে যেখানে বিশ্বের জনসংখ্যার ৮২.৫ শতাংশ বাস করে, ১৯৯০-এর দশকে মোট জনসংখ্যা ৭২ হতে ৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতাধীন জনসংখ্যা বেড়েছে ৪২ হতে ৫২ শতাংশ।
- উন্নয়নশীল দেশসমূহে ৯০ হতে ৯৫ শতাংশ আবর্জনা ও ৭০ শতাংশ শিল্পবর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায়ই পানিতে নিক্ষেপ করা হয়, যার ফলে ব্যবহাযোগ্য পানি সরবরাহ দূষণের শিকার হয়।
- ২০০০ সালের শেষ নাগাদ ৯৪ শতাংশ শহরবাসী নিরাপদ পানির সুবিধা লাভ করেছে, কিন্তু গ্রাম এলাকার লোকজনের ৭১ শতাংশের নিকট এই সুবিধা পৌঁছেছে। পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য আরো প্রকট; সেখানে শহরের অধিবাসীদের ৮৫ শতাংশ এই সুবিধার আওতায় রয়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে মাত্র ৩৬ শতাংশ লোক উপযুক্ত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা ভোগ করতে পেরেছে।
- ১৯৯০-এর দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৮৩৫মিলিয়ন লোক উন্নত খাবার পানির সুবিধা লাভ করেছে এবং ৭৮৪ মিলিয়ন লোক পেয়েছে উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা। শহরাঞ্চলে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে মানুষের স্থানান্তরের ফলে নিরাপদ খাবার পানির সুবিধা হতে বঞ্চিত শহরবাসীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬১ মিলিয়ন।

আমাদের করণীয় ঃ

সরকারসমূহ, মন্ত্রীগণ এবং পানি বিশেষজ্ঞগণ সুপেয় পানি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (বন, জার্মানী, ডিসেম্বর ২০০১) মিলিত হয়ে একমত হয়েছেন যে, ২০১৫ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী সুপেয় পানির সুবিধা হতে বঞ্চিত লোকের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ২০১৫ সাল নাগাদ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার আওতা বহির্ভূত মানুষের সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস করা সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে নিম্নোল্লিখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে নজর দিতে হবে ঃ

- অতিরিক্ত ১.৬ বিলিয়ন লোকের জন্যে পর্যাপ্ত খাবার পানি সরবরাহ সংক্রান্ত অবকাঠামো ও সেবা আবশ্যক।
- ২.২ বিলিয়ন লোকের উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা প্রয়োজন।
- সকল ধরণের পানি-সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়নে ১৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বর্তমান বিনিয়োগের পরিমাণ হলো আনুমানিক ৭০-৮০ বিলিয়ন ডলার। অবশ্য খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতে জনগণের চাহিদা পূরণে প্রয়োজন বাৎসরিক ২৩ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি, যা বর্তমান ১৬ বিলিয়ন ডলার অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশী।

জোহানেসবার্গ সম্মেলনে নিরাপদ খাবার পানি এবং উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সহস্রাব্দ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সমূহের ব্যাপারে প্রস্তাব উত্থাপিত হবে।

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামো ও সেবা, প্রযুক্তি ও জ্ঞান হস্তান্তর এবং সামর্থ্য গঠনের জন্যে সকল পর্যায়ে আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া আর্থিক সম্পদ নিয়োজিত করার পন্থা সমূহ নির্ধারণের প্রস্তাব সমূহও জোহানেসবার্গ সম্মেলনে উত্থাপনের জন্যে বিবেচনাধীন রয়েছে ; এক্ষেত্রে এই ধরণের অবকাঠামো ও সেবাসমূহ যাতে দরিদ্রদের চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং পাশাপাশি যাতে জেন্ডার সংবেদনশীল হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্য প্রস্তাবনাসমূহের মাধ্যম রয়েছে পানি সম্পদসমূহের দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার উন্নত করা এবং মানুষের ঘরোয়া, শিল্প সম্পর্কিত ও কৃষিভিত্তিক চাহিদার আলোকে বিধি-বিধান অনুমোদন করা যাতে তা পরিবেশগত সংহতি সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের আবশ্যকতাকে সুষম করতে পারে।

উপরন্তু, ২০০৩ সালে আন্তর্জাতিক সুপেয় পানির বছর উদযাপনের প্রস্তুতিপর্ব চলছে, যা এসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে গণ সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সমর্থন ও কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ওয়াশ (WASH) নামক একটি নতুন আন্ত র্জাতিক প্রচারাভিযান, যার পুরো শিরোনাম হল- সকলের জন্যে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি, সূচিত হয়েছে।

যোগাযোগঃ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
www.unicdhaka.org; e-mail: info.unic@undp.org